Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম রহমান হৃদী

রোলঃ 216020978

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম রহমান হৃদী
রোলঃ 216020978

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসনিম রহমান হৃদী, আইডিঃ 216020978 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tasnim

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

তাসনিম রহমান হুদী

আইডিঃ 216020978

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

➤ ভূমিকা...6

➤ মুজি'যা কী এবং এর প্রকার...7

➤ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সবচেয়ে বড় মুজিযা... 8

➤ মহানবী (সা.)-এর মিরাজ এক অনন্য মুজিযা...11

➤ চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা...14

➤ পরিখা খননকালে প্রকাশিত মুজিযা... 15

➤ সামান্য আহারে বরকত... 17

➤ পানি সম্পর্কিত মুজিযা... 18

➤ হালিমা সা’দিয়া (রা.)-এর উটনী ও ঘরে বরকত...19

➤ শিশু মুহাম্মদ সাঃ এর বরকত... 20

➤ রুগ্ন উট এখন শক্তিশালী বাহন..21

➤ হযরত আবুবকর রা: কে সাপের বিষ থেকে রক্ষা... 22

➤ ডুবন্ত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা...23

➤ প্রাণীর আনুগত্য...24

➤ জড় পদার্থের আনুগত্য...25

➤ গাছপালার আনুগত্য... 26

➤ নবীজির দোয়ার বরকত... 27

➤ নবীজির বদদোয়া...29

➤ রোগীদের আরোগ্য করা... 32

➤ কুরআন তিলাওয়াতের মাধুর্য...33

➤ ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার হালত... 34
➤ অলৌকিক সুবাস... 34
➤ আবু জাহেলের করুণ দশা... 36
➤ বকরির ওলান দুধে পূর্ণ..37
➤ খায়বার বিজয় হওয়ার পর... 38
➤ আসমানী সুরক্ষা...40
☞ রেফারেন্স সমূহ :–...40

➤ ভূমিকা...

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসুলগণ পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন সীমাহীন অন্ধকারের গভীরতা থেকে পথহারা বিভ্রান্ত মানুষকে আলোকিত পথ প্রদর্শনের জন্য। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার তাওহীদের বাণী প্রচার করতে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। প্রতিটি যুগেই সেই নবী রাসুলগণের উপর ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা ছিল প্রচুর পাশাপাশি অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকদের অস্তিত্বও ছিল প্রকট। এই অবিশ্বাসীদের দল এমন কোনো অত্যাচার, নির্যাতন নেই যা তারা নবী রাসুলগণের উপর করেনি।

নবী রাসুলগণ যখন অবিশ্বাসীদের নৃশংস নির্যাতন এবং লাগামহীন বীভৎস কথার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, মানসিক ভাবে বিধস্ত হয়েছেন তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদের মনে শক্তি যোগাতে এবং তাদের মনে সান্তনার প্রলেপ স্বরূপ অবিশ্বাসী কাফেরদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে এমন সব অলৌকিক, অকল্পনীয়, অসাধারণ ও ব্যতিক্রম ঘটনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা তাদেরকে বাকরুদ্ধ ও হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। নবী-রাসূলদের দ্বারা সংঘটিত এই সকল ঘটনাকে মু’জিযা হিসেবে স্মরণ করা হয়।

প্রত্যেক নবী ওই ধরনের মু'জিযা নিয়েই আগমন করেন যা তার জাতির কাছে প্রসিদ্ধ। যেমন হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের সময় মিশরীয়রা যাদুবিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিল তাই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওই ধরনের মুজেজা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যা জাদুকরদের কাছে পরিচিত। যাতে তাদের জাদু ধ্বংস হয় এবং

আল্লাহর সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য হয়। আবার হযরত ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় মানুষ চিকিৎসা পারদর্শী ছিল তাই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়েই মুজেজা দিয়েছিলেন। আবার আমাদের আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জামানায় আরববাসি সাহিত্যচর্চায় পারদর্শী ছিল তাই আল্লাহ সুবহানাতায়ালা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাহিত্য বিষয়ে মুজিযা দান করলেন।

➤ মুজি'যা কী এবং এর প্রকার...

✪ মু'জিযা কী?...

ইতিপূর্বেই আমরা জানতে পেরেছি যে, মুজিযা একটি অতি প্রাকৃত বিষয় যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রেরিত নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং মানুষকে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বান জানান হয় ; কিন্তু মানুষ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আপরাগ হয়। ফলে এটা প্রমাণিত হয় যে তিনি সত্যিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী এবং নবুয়তের দাবি নিজের পক্ষ হতে নয়।

✪ মু'জিযার প্রকারসমূহ...

১. বাহ্যিক ও বাধশক্তি সম্বন্ধীয় মু'জিযা। যেমন- চন্দ্র দিখন্ডিত করা, সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়া, মূসা (আঃ) এবং তার কওমের সামনে হাত থেকে আলো বের হওয়া, লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

২. জ্ঞান সম্পর্কিত মু'জিযা। যেমন- নবীজি সাঃ এর পূর্বেকার নবীদের সম্পর্কে খবর দেয়া, যা আহলে কিতাবের নিকট সংরক্ষিত কিতাবের সংবাদের সাথে মিলে যেত। অথচ তিনি তাদের নিকট থেকে তা শিখেননি।

৩. গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ সম্বলিত মু'জিযা। যেমন- রাসুলুল্লাহ সাঃ রোম-পারস্য এর ধ্বংসের সংবাদ দিয়েছিলেন।

➤ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সবচেয়ে বড় মুজিযা...

নবী রাসুল আলাইহিমুস সালামগণ যখনই নিজেদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রেরিত বান্দা হিসেবে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন, নবুওয়াতের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনে উদ্যোগী হয়েছেন তখনই অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রেরিত বান্দা হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের দ্বারা এমন কোনো ঘটনা প্রকাশ পাওয়া উচিত যা পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মের উর্ধ্বে। যাতে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তোমাদের পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের সত্যতা ও বিশ্বস্ততা সুপ্রমাণিত করার জন্য অলৌকিক ঘটনা সমূহ তোমাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

অন্যান্য সব নবী রাসুলদের মতো আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে এমন সব আয়াত বা মুজিযা প্রদান করা হয়েছে, যা তার নবী ও রাসূল হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করে। সেই সমস্ত মুজিযা বা আয়াত সমূহের মধ্যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিযা ছিল মহাগ্রন্থ “আল কোরআন”।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেন-

وَاِ نْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَا دْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

"আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর।"

(QS. Al-Baqarah 2: Verse 23)

فَاِ نْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَا تَّقُوْا النَّا رَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّا سُ وَا لْحِجَا رَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

"যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।"

(QS. Al-Baqarah 2: Verse 24)

আরববাসীগনই যেহেতু আজ পর্যন্ত সূরা কাউসার এর প্রথম আয়াতের অনুরূপ একটি ছোট সূরা বানাতে অক্ষম রয়েছে, সুতরাং এ ব্যাপারে অন্যান্য জাতির কথা তো প্রশ্নই আসে না। কুরআনুল কারীমের মুজিযা দুইটি রূপ। প্রথমত, কুরআনুল কারীমের সাহিত্যিকতা, আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত কুরআনুল কারীমই মুজিযা। এর ওপর ভিত্তি করে কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বিশ্লেষণ করে বলেন, কুরআনুল কারীম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য সমস্ত মুজিযার মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান এবং অধিক অলৌকিকতাপূর্ণ মুজিযা। কুরআনুল কারীমের মধ্যে সাত হাজারেরও অধিক মজিযা রয়েছে। সমস্ত কুরআনুল কারীমের মধ্যে ৭০ হাজারের কিছু বেশি শব্দ রয়েছে যাকে ১০ ভাগে ভাগ করা হলে ৭ হাজার হবে। আর এর সবগুলোই মুজিযার শামিল।

কুরআনুল কারিমের দ্বিতীয় রূপ হল এই যে, ভবিষ্যতের খবরাখবর সম্পর্কে কোরআনের ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কিত ঘটনাগুলি ও মুজিযা।

পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তু, শিক্ষা, তার বিশুদ্ধ গাঁথুনির এমন অলঙ্ঘনীয় আকর্ষণ ছিল যে আরবের বড় বড় ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, কবি, বক্তা এবং কঠিন থেকে কঠিনতর অন্তরের অধিকারী ইসলামের শত্রুরা পর্যন্ত নবীজি আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জবান থেকে দু একটি আয়াত শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো। পবিত্র কোরআনের আয়াত শ্রবণ করে তাদের মুখাকৃতি পাল্টে যেত। সাময়িক এর জন্য তারা মুগ্ধতা ও মোহনীয়তার এক অন্যরকম জগতে বিচরণ করতে থাকতো।

➤ মহানবী (সা.)-এর মিরাজ এক অনন্য মুজিযা...

আল্লাহ তাআলার কুদরত ও নবী করিম (সা.)-এর অন্যতম মুজিজা হলো মিরাজ। মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুয়তের ১১তম বছরে, রজব মাসের ২৭ তারিখে। তখন নবীজির বয়স ৫১ বছর। এ বছর নবীজির চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে নবীজির সহধর্মিণী হজরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর ওফাত হয়। ঘরে-বাইরে এই দুজন নবীজির অতি প্রিয় ও জীবনের বড় অবলম্বন ছিলেন। একই বছর প্রধান দুই প্রিয়ভাজন ও অবলম্বন হারিয়ে নবীজি খুবই বিচলিত হন। তাই এ বছরকে আমুল হুজন বা 'দুশ্চিন্তার বছর' বলা হয়। প্রিয় নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ও স্বীয় রহস্যলোক দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবিবকে মিরাজে নিয়ে যান। যে রাতে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল, তাকে শবে মিরাজ বা মিরাজ রজনী বলা হয়।

স্বশরীর ও জাগ্রত অবস্থায়ই মিরাজ হয়েছিল। এর বড় প্রমাণ হলো অবিশ্বাসী কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাস। যদি আধ্যাত্মিক বা রুহানিভাবে অথবা স্বপ্নযোগে হওয়ার কথা বলা হতো, তাহলে তাঁদের অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শপথ নক্ষত্রের, যখন তা বিলীন হয়। তোমাদের সাথি (মুহাম্মদ সা.) বিপথগামী হননি এবং বিভ্রান্ত হননি। আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। (বরং তিনি যা বলেন) তা প্রদত্ত ওহি (ভিন্ন অন্য কিছু নয়)। তাঁকে শিখিয়েছেন মহাশক্তিধর (জিবরাইল আ.)। সে (জিবরাইল আ.) পাখাবিশিষ্ট। সে স্থিত হয়েছে দূর ঊর্ধ্বে। অতঃপর নিকটবর্তী হলো, পরে নির্দেশ করল। তারপর হলো দুই ধনুকের প্রান্তবর্তী বা আরও নিকট। পুনরায় তিনি ওহি করলেন তাঁর বান্দার প্রতি, যা তিনি ওহি করেছেন। ভুল করেনি অন্তর, যা দেখেছে। তোমরা কি সন্দেহ করছ তাঁকে, যা তিনি

দেখেছেন, সে বিষয়ে। আর অবশ্যই দেখেছেন, তিনি তাঁকে দ্বিতীয় অবতরণস্থলে; সিদরাতুল মুনতাহার কাছে; তার নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া। যখন ঢেকে গেল সিদরা, যা ঢেকেছে, না দৃষ্টিভ্রম হয়েছে, আর না তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন; অবশ্যই তিনি দেখেছেন তাঁর রবের বড় নিদর্শনসমূহ।' (সুরা-৫৩ নাজম, আয়াত: ১-১৮)।

মিরাজের একটা অংশ হলো ইসরা। ইসরা অর্থ রাতের সময়ের ভ্রমণ। যেহেতু নবী করিম (সা.)-এর মিরাজ রাতে হয়েছিল, তাই এটিকে ইসরা বলা হয়। বিশেষত বায়তুল্লাহ শরিফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে ইসরা বলা হয়ে থাকে। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَا مِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَ قْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

"তিনি পবিত্র (আল্লাহ), যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালীন ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশ আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাঁকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাতে পারি। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত: ১)।

মিরাজ অর্থ ঊর্ধ্বগমন। আরবি পরিভাষায় মিরাজ হলো মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক সশরীর সজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় হজরত জিবরাইল (আ.) ও হজরত মিকাইল (আ.) সমভিব্যাহারে বুরাক বাহনে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা হয়ে প্রথম আসমান থেকে একে একে সপ্তম আসমান এবং সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে একাকী রফরফ বাহনে আরশে আজিম পর্যন্ত ভ্রমণ; মহান রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে দিদার লাভ ও জান্নাত-

জাহান্নাম পরিদর্শন করে ফিরে আসা। মিরাজ ভ্রমণে প্রিয় নবী (সা.) প্রথম আসমানে হজরত আদম (আ.), দ্বিতীয় আসমানে হজরত ইয়াহিয়া (আ.) ও হজরত ঈসা (আ.), তৃতীয় আসমানে হজরত ইউসুফ (আ.), চতুর্থ আসমানে হজরত ইদরিস (আ.), পঞ্চম আসমানে হজরত হারুন (আ.), ষষ্ঠ আসমানে হজরত মুসা (আ.), সপ্তম আসমানে হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন।

প্রত্যেকের সঙ্গে সালাম কালাম ও কুশল বিনিময় হয়। তিনি বায়তুল মামুর গেছেন, যেখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা আসেন ও প্রস্থান করেন; তাঁরা দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ পান না। অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে যান। তারপর তিনি বায়তুল মামুরে পৌঁছান।

মিরাজ রজনীতে হাবিব ও মাহবুবের এই একান্ত সাক্ষাতে যে বিষয়গুলো ঘোষণা হয়: আল্লাহকে ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, নিকট স্বজনদের অধিকার দিতে হবে; মিসকিন ও পথসন্তানদের (তাদের অধিকার দিতে হবে); অপচয় করা যাবে না, অপচয়কারী শয়তানের ভাই; কৃপণতা করা যাবে না; সন্তানদের হত্যা করা যাবে না; ব্যভিচারের ধারেকাছেও যাওয়া যাবে না; মানব হত্যা করা যাবে না, (আত্মসাতের উদ্দেশ্যে) এতিমের সম্পদের কাছেও যাওয়া যাবে না; প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে হবে; মাপে পূর্ণ দিতে হবে; তা করা বা বলা যাবে না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই; পৃথিবীতে গর্বভরে চলা যাবে না। এসবই মন্দ, তোমার রবের কাছে অপছন্দ। (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত: ২২-৪৪)

➤ চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা...

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য মুজিযার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিলো আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত করা। এটি কুরাইশদের সামনে ছিলো নবীজির নবুওয়াতের প্রমাণ এবং নবী বিদ্বেষীদের জন্য তাঁর উচ্চ মর্যাদার দলীল। অন্য কোন নবীর পক্ষ থেকে এর চেয়ে বিস্ময়কর কোন ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাটি নিম্নরুপ-

হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে আবু জাহেল, ওলীদ বিন মুগীরাহ এবং আ'স বিন ওয়ায়েল প্রমুখ কাফিররা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, তুমি যদি সত্য নবী হও, তবে আকাশের চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দেখাও। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি এরূপ করে দেখাতে পারি, তবে কি তোমরা ঈমান আনবে? উত্তরে তারা বললো- হ্যা। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন যেন চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের দোয়া কবুল করলেন। অতঃপর তিনি চাঁদের দিকে ইশারা করতেই তা দুই টুকরা হয়ে গেলো। এবার তিনি কাফিরদের এক একজনের নাম নিয়ে ডেকে ডেকে বললেন, হে অমুক, সাক্ষী থাকো। হে অমুক সাক্ষী থাকো। সকল কাফিররা চাঁদের দ্বিখন্ডন ভালোভাবে দেখতে পেলো। চাঁদের খন্ড দুইটি পরস্পর থেকে এতো দূরে চলে গেলো যে এটার মধ্যদিয়ে হেরা পর্বত দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কাফিররা এই ঘটনাকে অস্বীকার করলো এবং এটাকে নিছক যাদুক্রিয়া বলে মন্তব্য করলো। এই মুজিযা সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ – وَاِنْ يَّرَوْا ايَةً يَعْرُضُوْنَ وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ-

অর্থাৎ- “কেয়ামত নিকটে এসে পড়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছে। আর যদি তারা কোন মু’জিযা দেখে তবে টাল-বাহানা করে এবং বলে এতো যাদু, এখনই তাদের অবসান ঘটবে।” [সূরা ক্বমার :(১-২)]

➤ পরিখা খননকালে প্রকাশিত মুজিযা...

খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু মুজিযাসমূহ প্রকাশ পায়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

✪ খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন কালে সাহাবীদের ক্ষুৎপিপাসার কষ্টে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশ নিয়েছিলেন। তিনি সাহাবীদের চাইতেও অধিক ক্ষুধার তাড়নায় ভুগছিলেন। সাহাবীগণ তাকে নিজেদের পেটে পাথর বাধা অবস্থায় ক্ষুধার কথা জানালে, তিনি কাপড় তুলে দেখালেন যে, তার পেটে দুটি পাথর বাধা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা জানতে পেরে জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ একটি বকরীর বাচ্চা জবাই করলেন এবং তার স্ত্রীকে এক সা’ গম পিষে আটা তৈরি করতে বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুরোধ করলেন কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকে নিয়ে তার বাসায় দাওয়াত গ্রহণ করতে। রাসুলুল্লাহ সাঃ পরিখা খননরত প্রায় ১০০০ সাহাবীকে নিয়ে তার বাসায় গেলেন। এসময় রাসুলুল্লাহ সাঃ এর একটি মুজিযা প্রকাশিত হলো। ১০০০ সাহাবীর প্রত্যেকেই পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে আহার করলেন অথচ গোশত এবং আটার পরিমাণ শুরুতে যতটুকু ছিল ততটুকুই থাকলো এবং এই অবস্থায় আটা থেকে ক্রমাগত ভাবে রুটি তৈরি হতে থাকলো।

✪ নুমান বিন বাশির রাঃ এর বোন তাঁর বাবা এবং মামাকে খাওয়ানোর জন্য সামান্য কিছু খেজুর নিয়ে খন্দকের কাছে আসলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে একটি কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দিলেন এবং খন্দক খননকারি সকল সাহাবীকে খেতে বললেন। সাহাবীগণ সেখান থেকে খেতে থাকলে খেজুরের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল, এমনকি সমস্ত সাহাবী পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহকারে খাওয়ার পরেও সেই পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রইল যে পরিমাণ শুরুতে ছিল।

✪ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে - জাবির রাঃ বলেন, " পরিখা খনন করার সময় একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর কাজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। তখন সাহাবীগণ রাসুল সাঃ কে গিয়ে বললেন, " হে আল্লাহর রাসূল! একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর আমাদের খনন কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। " তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ সেখানে গেলেন। সেই মুহূর্তে ক্ষুধার তাড়নায় তার পেটে পাথর বাধা ছিল এবং তিনদিন যাবত কোনো খাদ্য তিনি গ্রহণ করেননি। এই অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাঃ সেই পাথরের উপর আঘাত হানলেন এবং তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। "

✪ বারা বিন আযেব রাঃ বললেন, " খন্দক খনন কালে একই স্থানে একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর দৃষ্টি গোচর হলে পাথরটিকে কোদাল দ্বারা আঘাত করলে কিছুই হচ্ছিল না। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে জানানো হলে তিনি সেখানে গেলেন এবং কোদাল দিয়ে بسم الله বলে পাথর কে আঘাত করলেন। ফলে পাথরের একটি অংশ ভেঙে পড়লো, তখন তিনি

বললেন - " الله اكبر! আমার হাতে সিরিয়ার চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সাক্ষী আছে সেখানকার লাল দালান গুলো আমার দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। " যখন তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন তখন আরেকটি অংশ ভেঙে পড়লো এবং তিনি বললেন - " الله اكبر! আমাকে পারস্য সাম্রাজ্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সাক্ষী এ সময় আমি মাদায়েনের সাদা দালান গুলো প্রত্যক্ষ করছি। " এরপর بسم الله বলে তৃতীয়বার আঘাত করলেন এবং পাথরের বাকি অংশ ভেঙে পড়লো। তখন তিনি বললেন - " الله اكبر! আমাকে ইয়ামান রাজ্যের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সাক্ষী, এখন আমি সান'আর সিংহদ্বার প্রত্যক্ষ করছি। "

➤ সামান্য আহারে বরকত...

খাবারে বরকত সংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এসেছে। তার মধ্যে একটি হলো-

✪ হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। কিন্তু যথা সময় নবীজি তাকে বললেন, বড় বড় দেখে ত্রিশ জন আনসারীকে দাওয়াত কর। নবীজির হুকুম অনুযায়ী ত্রিশজন আনসারী এসে খেয়ে গেল। অবশেষে দেখা গেল, ঐ দুজনের খাবার হতে ত্রিশজন আনসারী তৃপ্তি সহকারে আহার করবার পরও খাবার বেঁচে গিয়েছে। (বায়হাকী)

হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঐ সামান্য খাবার হতে ত্রিশজন আনসারী পেট ভরে আহার করলো এবং এই মুজিযা দেখে সকলে ইসলাম কবুল করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলো। তিনি আরো বলেন, সেই দিন ঐ খাবার দ্বারা সর্ব মোট একশ আশিজন তৃপ্তি সহকারে আহার করেছিলো।

উপরোক্ত ঘটনাটি ঐ সময়ের, যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা হতে হিজরত করে হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে সাময়িকভাবে মেহমান হিসেবে অবস্থান করছিলেন।

➤ পানি সম্পর্কিত মুজিযা...

✪ বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়াতে একবার সাহাবায়ে কেরাম পিপাসায় কাতর হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করলেন, সহযাত্রীদের কারো নিকট পান করার মতো পানির কোন ব্যবস্থা নেই। আপনি অজু করার পর বদনাতে যে সামান্য পানি পড়ে আছে এখন তাই শেষ সম্বল। একথা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্ত মোবারক বদনার ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঙ্গুলী হতে পানির স্রোত বইতে লাগলো। সকল সাহাবা তৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করে অজু করলেন। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, সাহাবাদের সংখ্যা কত ছিলো? তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা পনেরশ ছিলো বটে কিন্তু এই সংখ্যা যদি লক্ষও হতো তথাপি সকলের প্রয়োজন মিটাতে ঐ পানিই যথেষ্ট ছিলো।

✪ বারা বিন আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হুদায়বিয়াতে আমরা চৌদ্দশ ব্যক্তি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তথায় একটি মাত্র কূপ ছিলো। আমরা উহার সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করে শেষ করে ফেললাম। অবশেষে এতে আর এক ফোটা পানিও অবশিষ্ট রইলো না। সংবাদ পেয়ে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কূপের নিকট তাশরিফ আনলেন। একটি পাত্রে কিছু পানি এনে তিনি অজু করলেন। অজু শেষে পুনরায় কুলি করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। অতঃপর অজু শেষে যে সামান্য পানি বেঁচে ছিলো তা কূপের ভিতরে ঢেলে দিয়ে বললেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। বর্ণনাকারী বলেন, একটি পরেই ঐ কূপে এতো পানি বৃদ্ধি পেলো যে, আমাদের গবাদী পশুগুলো সহ আমরা সকলে তৃপ্তির সাথে পানি পান করলাম। আমরা সকলে তথায় বিশ দিন অবস্থান করলাম। ঐ সময় ঐ কূপ থেকেই আমাদের পানির চাহিদা পূরণ হয়।

➤ হালিমা সা'দিয়া (রা.)-এর উটনী ও ঘরে বরকত...

হজরত হালিমা সা'দিয়া (রা.) বলেন, আমি যখন আমার এলাকার মহিলাদের সাথে মদিনায় যাচ্ছিলাম দুধপানকারী সন্তানের জন্য, তখন আমার উটনীটা ছিল একেবারে দুর্বল ও ক্ষীণকায়। যেটা সবার পেছনে চলছিল। কিন্তু যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলাম তখন উটনীটা সবল হয়ে গেল। সবার আগে দ্রুত গতিতে চলে আসল। তিনি আরো বলেন, আমার ঘরের বকরিগুলোতে দুধ খুব কম ছিল। একেবারে ছিল না বললেই চলে। কিন্তু যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে

আসলেন তখন আমার বকরিগুলো দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এমন কি আমার প্রতিবেশীরা আমাকে বলতে লাগল, আমরাও তো একই জায়গায় বকরি চরাই। আমাদের বকরিগুলোতে তো এত দুধ আসে না।

➤ শিশু মুহাম্মদ সাঃ এর বরকত...

আরবের শহরবাসীদের নিয়ম ছিল, তারা তাদের শিশুদেরকে শহরের বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে দুধ পান করানোর জন্য গ্রামের ধাত্রী নারীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। যাতে শিশুদের দেহ ও মনন যথাযথ গড়ে ওঠে এবং শিশুরা বাল্যকাল থেকেই বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিক্ষা লাভ করতে পারে। এই রীতি অনুযায়ী দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাতি মুহাম্মদ সাঃ কে দেখে বিলাপ করা শুরু করে। এ সময় উটটির চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটির পিঠে এবং কানের পিছনের হাঁড়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে উটটি শান্ত হয়ে যায়।

অতঃপর নবীজি সাঃ জিজ্ঞেস করলেন, “ এই উটটি কার ? ” আনসারি জাওয়াব দিল, “ এটি আমার ইয়া রাসুলুল্লাহ সাঃ! ” নবীজি সাঃ বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তোমাকে এর মালিক বানিয়েছেন। অতএব এর প্রতি সদয় আচরণ করো। কারণ এইমাত্র উটটি আমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখো এবং অধিক মাত্রায় পরিশ্রম করাও।

(সুনানে আবি দাউদ : হাদিস-২৫৪৯)

➤ রুগ্ন উট এখন শক্তিশালী বাহন...

সাহাবি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে জিহাদে গমন করি। আমরা পাশাপাশিই চলছিলাম ; কিন্তু আমি পথে অনেক পেছনে পড়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে নবীজি সাঃ এর সাথে পথে দেখা হলো। তখন তিনি বললেন, " তুমি পেছনে পড়লে কেন? তোমার উটের কি হয়েছে? " জওয়াবে আমি বললাম, " ইয়া রাসুলুল্লাহ সাঃ! আমার উটটি অসুস্থ "।

একথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটিকে ধমক দিলেন এবং দুয়াও দিলেন। তারপর তো আর আমার বিস্ময়ের শেষ রইলো না। সকলকে পেছনে ফেলে আমার উটটি দ্রুত এগিয়ে চলতে শুরু করলো। অন্যরাওঅবাক দৃষ্টিতে দেখল, আমার অসুস্থ উটটি কীরূপ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে । এরপর যখন আবার নবীজি সাঃ এর সাথে দেখা হলো, তখন তিনি বললেন, " জাবির! তোমার উটের কী অবস্থা? " আমি বললাম, " এখন আমার উট সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার দুয়ার বরকতে উটটি এখন দ্রুতগামী বাহনে পরিণত হয়েছে। "

(সহিহ বুখারী: হাদিস-২০৯৭ ; সহিহ মুসলিম: হাদিস-৭১৫)

➤ হযরত আবুবকর রা: কে সাপের বিষ থেকে রক্ষা...

একদা হিজরতের সময়ে মদিনায় যাওয়ার পথে সাওর পর্বতের চুড়ায় পৌছে একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুহার ভিতরে ঢুকে গুহা পরিষ্কার করে চারিদিকের ছিদ্র গুলি কাপড় ছিড়ে বন্ধ করে দিলেন। একটি ছিদ্র বন্ধ করার মতো কাপড় ছিলো না। তিনি তখন নিজের পা দিয়ে সেই ছিদ্রটি বন্ধ করে দিলেন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরের কোলে মাথা মোবারক রেখে শুয়ে পড়লেন এবং নবীজির তন্দ্রা এসে গেলো। হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ছিদ্রে পা রেখেছিলেন, তার ভিতরে ছিল একটি সাপ। এই সাপটি এক হাজার বছর ধরে নবীজির দীদারের আশায় এই গুহায় অবস্থান করছিল। সাপটি তিনবার ফোঁস ফোঁস করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পা সরিয়ে নেওয়ার জন্য সংকেত দিচ্ছিলো। অবশেষে যখন হযরত আবুবকর পা সরালেন না তখন সাপটি হযরত আবু বকরের পায়ে দংশন করলো। সাপের বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। এমতাবস্থায় তিনি নড়াচড়া করলেন না যাতে প্রিয় নবীর আরামে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। হঠাৎ করে তার দুফোটা চোখের পানি নবীজির চেহারা মোবারকের উপর পড়লো। তখনি নবীজির তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলো। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুবকর! কি হয়েছে? আবু বকর বললেন, সাপে দংশন করেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি থুথু মোবারক আবু বকরের দংশিত স্থানে মালিশ করে দিলেন। সাথে সাথে বিষের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলো। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

➤ ডুবন্ত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা...

উর্দ্ধাকাশে নবীজির মুজেযার আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ডুবন্ত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা। ইমাম তাহাভী ও তাবরানী আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের কাছাকাছি সাহ্বা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় তাঁর উপর অহী নাযিল হয়। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর তখনও আসর নামাজ পড়া হয়নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্রা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি নড়া চড়া করছেন না। সূর্য অস্ত গেলো। নবীজি নিজেই জাগ্রত হয়ে হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, আলী! আসরের নামাজ পড়েছো? তিনি বললেন, না। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাজাত করলেন, হে আল্লাহ! তোমার আলী, তোমার এবং তোমার রাসুলের আনুগত্যে ছিলো। তুমি সূর্যকে পুনরায় উদিত করে দাও। এখানে লক্ষণীয় যে, নবীজি মুনাজাতে বললেন, আলী তোমার ও তোমার রাসুলের আনুগত্যে ছিলো। অথচ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তো শুধু নবীরই আনুগত্য করছিলেন। অতঃএব, একথা পরিষ্কার যে রাসুলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য, রাসুলের প্রতি ভালোবাসাই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, রাসুলের প্রতি শত্রুতা পোষণই আল্লাহর প্রতি শত্রুতা পোষণ। এটা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একক মর্যাদা যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরুপ এমন অসংখ্য মর্যাদা দান করেছেন। নবীজির এমন অনেক মর্যাদা

হয়তো আছে যা আমাদের অজানা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই জানেন যে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে কত মর্যাদা দান করেছেন।

নবীজির মুনাজাতের সাথে সাথে সূর্য আকাশে উদিত হলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন আসরের নামাজ আদায় করে নিলেন। হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন আমি সূর্যকে ডুবে যেতে দেখেছি। তারপর আবার সে সূর্যকে আকাশে উঠতেও দেখেছি। সূর্যের রশ্মি তখন পাহাড়ের চূড়া এবং যমীনে পতিত হয়েছিলো।

➤ প্রাণীর আনুগত্য...

ইমাম আহমদ এবং নাসায়ী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনসার গোত্রের প্রত্যেকেই উট পালন করতো। এক বাড়িওয়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করলেন, আমার একটি উট রয়েছে যার পিঠে করে আমি পানি এনে থাকি। উটটি বড় বেয়াড়া হয়ে গিয়েছে। বোঝা বহন করতে চায় না। আর এদিকে আমার খেজুর বাগান পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে উটটির কাছে গেলেন। তিনি বাগানে পৌছলেন এবং একস্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাগানের এক কোণে বসা ছিলো উটটি।

আনসারী লোকটি বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটাই আমার উট, যে কুকুরের মতো মানুষকে কামড়াতে চায়। আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আপনাকেও সে কামড়ে দেয়। নবীজি বললেন,

আমার ব্যাপারে ভয় করো না। তিনি উটের সামনে গেলেন। উটটি তাঁকে দেখা মাত্র মাথা উঠালো এবং তাঁর সামনে গিয়ে কদম মোবারকের কাছে মাথা নত করে সেজদা করলো। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটটির মাথার পশম ধরে টান দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সাহাবা কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটি একটি জানোয়ার, তার কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই। এই প্রাণীটি আপনাকে সেজদা করেছে। তবেতো আমরাও আপনাকে সেজদা করতে পারি। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, কোনো মানুষের জন্য এটা উচিত নয় যে, সে অন্য একজন মানুষকে সেজদা করবে। মানুষের জন্য মানুষকে সেজদা করা বৈধ হলে আমি নারী জাতিকে তাদের স্বামীগণকে সেজদা করতে বলতাম।

➤ জড় পদার্থের আনুগত্য...

দুনিয়ার সকল প্রাণীকুলই শুধু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করেননি, জড় পদার্থসমূহও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের অনুগত ছিলো। তারাও নবীজির দরবারে সালাম নিবেদন করেছে, কথা বলেছে। এ সংক্রান্ত অনেক ঘটনা রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

✪ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি নিঃসন্দেহে ঐ পাথরগুলোকে চিনি, যারা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে মক্কা মুকাররামায় আমাকে সালাম জানাতো। বেশির ভাগ মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতে এই পাথরগুলোর নাম ‘যেকাকুল হাজার’ যে পাথরগুলো নবীজির আসা যাওয়ার পথে তাঁকে সালাম পেশ করতো।

✪ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠেছিলেন। উহুদ মদিনা মনোয়ারার নিকটবর্তী একটি পাহাড়। নবীজি বলেন, উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরা তাকে ভালোবাসি। তিনজন উহুদ পাহাড়ে আরোহন করলে সে কাঁপতে লাগলো। নবীজি স্বীয় কদম মোবারক তাঁর উপর রেখে বললেন, হে উহুদ! স্থির থাকো। তোমার উপর এ মুহূর্তে একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুজন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই। সাথে সাথে পাহাড়ের কম্পন বন্ধ হয়ে যায়।

➤ গাছপালার আনুগত্য...

✪ মা'ন ইবনু আবদুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি মাসরূককে প্রশ্ন করলাম, জিনেরা যে রাত্রে মনোনিবেশ সহকারে কুরআন মাজীদ শুনেছিল, এ সংবাদটি নবী (সা.) -কে কে দিয়েছিল? তিনি বললেন, তোমরা পিতা অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ আমাকে বলেছেন যে, তাকে [নবী (সা.) -কে] একটি গাছ তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়েছিল।

(বুখারী ৩৮৫৯, মুসলিম ১৫৩-(৪৫০), মুসনাদে বাযযার ১৯৮৪।)

✪ ইমাম হাকিম হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করছেন, আমরা একদা রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। এক বেদুইন আমাদের সামনে পড়লো। লোকটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললো, আমার পরিবার পরিজনের কাছে। তিনি বললেন, কোন কল্যাণ কি তুমি কামনা করো? সে বললো, সেটা আবার কী? নবীজি বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই আর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসুল' এই সাক্ষ্য প্রদান করা। সে বললো, আপনি যা বললেন তার সত্যতার সাক্ষী কে? তিনি বললেন, এই বৃক্ষটিই আমার সাক্ষী। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক প্রান্তে অবস্থিত গাছটিকে ডাক দিলেন। বৃক্ষটি তৎক্ষনাত মাটি চিরে দুই ভাগ করে দৌড়ে নবীজির সামনে উপস্থিত হলো। তারপর তিনি গাছের নিকট থেকে তিনবার সাক্ষ্যগ্রহণ করলেন। গাছটি আবার যথাস্থানে ফিরে গেলো।

➤ নবীজির দোয়ার বরকত...

✪ বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। একদিন (বারা ইবনু 'আযিব) আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) লক্ষ্য-কে বললেন, হে আবূ বাকর! আমাকে বলুন তো, যে রাত্রে আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর সাথে (হিজরতের উদ্দেশে) ভ্রমণ করেছিলেন, সে ভ্রমণে আপনারা কিরূপ করেছিলেন? আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, আমরা এক রাত্র এবং পরবর্তী দিন পথ চলতে থাকি। পরিশেষে যখন দ্বিপ্রহর হলো এবং পথঘাট এতটা শূন্য হয়ে পড়ল যে, একটি প্রাণীও তাতে যাতায়াত ও চলাফেরা করছে না। এমন সময় বিশাল একটি লম্বা পাথর আমাদের দৃষ্টিতে পড়ল। তার একপার্শ্বে ছিল ছায়া। সেখানে সূর্যের রোদ পড়ত না। তখন আমরা সেখানে অবতরণ করলাম এবং আমি নিজ হাতে নবী (সা.) -এর জন্য কিছুটা জায়গা সমান করলাম যাতে তিনি শয়ন করতে পারেন। অতঃপর আমি একখানা (চামড়ার) চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার

(নিরাপত্তার) জন্য এদিক-ঐদিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখব। তখন নবী (সা.) শুয়ে পড়লেন। আমি বের হয়ে চতুর্দিক হতে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলাম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম, একজন মেষচালক তার বকরির পাল নিয়ে পাথরটির দিকে আগাচ্ছে। আমি বললাম, তুমি কি তা (আমাদের জন্য) দোহন করবে? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর সে একটি বকরি ধরে আনল। তারপর সে একটি পাত্রে দুধ দোহন করল। এদিকে আমার কাছেও একটি পাত্র ছিল, যা আমি নবী (সা.) -এর জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম, যেন তা দিয়ে তিনি তৃপ্তি সহকারে পানি পান এবং উযূ করতে পারেন। অতঃপর আমি (দুধের পেয়ালাটি হাতে করে) নবী (সা.) -এর কাছে আসালাম। কিন্তু তাকে ঘুম হতে জাগানো ভালো মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পরে আমি তাকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। ইতোমধ্যে আমি দুধের সাথে (তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার উদ্দেশে) কিছু পানি মিশ্রিত করলাম। তাতে দুধের নিম্নাংশ অবধি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পান করুন। তিনি পান করলেন, এতে আমি খুবই খুশি হলাম। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, আমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় কি এখনো হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ, হয়েছে। আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, আমরা সূর্য ঢলে যাওয়ার পর রওয়ানা হলাম। এদিকে সুরাকাহ্ ইবনু মালিক আমাদের অনুসরণ করেছিল। আমি (তাকে দেখতে পেয়ে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (শত্রু) আমাদের নিকট এসে পড়েছে। তিনি (সা.) বললেন, চিন্তা করো না। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন। এরপর নবী (সা.) সুরাকার জন্য বদদু'আ করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে পেট পর্যন্ত শক্ত মাটিতে গেড়ে গেল। তখন সুরাকাহ্ বলে উঠল, আমার বিশ্বাস তোমরা আমার প্রতি বদদু'আ করেছ। অতএব তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ কর, আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী। আমি তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, তোমাদের অন্বেষণকারীদের ফিরিয়ে দেব। নবী (সা.) তখন তার জন্য দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। তারপর যার সাথেই তার

দেখা হত তাকে সে বলত, তোমাদের কাজ আমি সেরে এসেছি। তারা সেদিকে নেই। এমনিভাবে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হত, তাকেই সে ফিরিয়ে দিত।

(সহীহ: বুখারী ৩৬১৫, মুসলিম ৭৫-(২০০৯)।)

✪ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করলেন- ইয়া আল্লাহ! ইবনে আব্বাসকে দ্বীনের সমঝ ও তাফসীরের এলেম দান কর। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার বরকতে তিনি এমন এলেম হাসিল করলেন যে, অবশেষে তাঁকে ‘বড় আলেম’ উপাধিতে ভূষিত করা হলো। তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি ‘তরজুমানুল কুরআন’ উপাধি লাভ করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

➤ নবীজির বদদোয়া...

✪ আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কা'বার কাছে সালাত আদায় করছিলেন। এ সময় কুরায়শদের একদল লোক সেখানে বসা ছিল। তখন তাদের মধ্য হতে একজন বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে অমুক গোত্রের উটের নাড়িভুড়ি এনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, অতঃপর এ লোক [রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলল] যখন সিজদায় যাবে তখন তা তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দেবে। অতঃপর তাদের মধ্য হতে সর্বাপেক্ষা বড় পাপিষ্ঠটি উঠে গেল। যখন নবী (সা.) সিজদায় গেলেন তখন সে তা তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিল। এমতাবস্থায় নবী (সা.) সিজদারত রইলেন। সেই পাপিষ্ঠরা খুব হাসাহাসি করতে লাগল, এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের উপর ঢলে পড়ল। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি [ইবনু মাসউদ (রাঃ)] ফাতিমাহ’র নিকট গিয়ে বললেন, তিনি দৌড়িয়ে আসলেন। অথচ নবী (সা.) তখনো পূর্ববৎ

সিজদায় রয়েছিলেন। ফাতিমাহ (রাঃ) নাড়িভুঁড়িটি নবী (সা.) -এর ওপর হতে সরিয়ে ফেললেন এবং ঐ সকল পাপিষ্ঠ কাফিরদের লক্ষ্য করে গালমন্দ করলেন। বর্ণনাকারী ইবনু মাউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত শেষ করে তিনবার বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি কুরায়শদেরকে ধরাশয়ী কর। আর রাসূল (সা.) -এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন বিষয়ে দু'আ বা বদদু'আ করতেন কিংবা আল্লাহর কাছে চাইতেন, তখন তিন তিনবার বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন। অতঃপর তিনি (সা.) (কাফিরদের নাম ধরে) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ১. ‘আমর ইবনু হিশাম (আবূ জাহল), ২. ‘উতবাহ্ ইবনু রবী'আহ্, ৩, শায়বাহ্ ইবনু রবী'আহ, ৪. ওয়ালীদ ইবনু ‘উতবাহ, ৫. উমাইয়্যাহ ইবনু খালফ, ৬. ‘উকবাহ্ ইবনু আবূ মু'আয়ত্ব এবং ৭. ‘উমারাহ্ ইবনুল ওয়ালীদেরকে পাকড়াও কর।

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি (সা.) যে সকল লোকের নাম নিয়ে বদদু'আ করেছিলেন, আমি বদরের যুদ্ধে তাদের লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। অতঃপর তাদেরকে টেনে বদরের একটি অনাবাদ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ঐ কূপে যাদেরকে নিক্ষেপ করা হলো, তাদের ওপর লা'নাতের পর লা'নাত রয়েছে।

(সহীহঃ বুখারী ৫২০, মুসলিম ১০৭-(১৭৯৪), মুসনাদে আহমাদ ২২২৫, আবূ ইয়া'লা ২৬০৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১০৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৮১৮৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ ৩৪৭২।)

✪ সালামা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মুসলিম বর্ণনা করেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি বাম হাতে আহার করছিলো। প্রিয় নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নসীহত করে বললেন, ডান হাতে আহার করো। কিন্তু ঐ হতভাগ্য এ বলে নসীহত প্রত্যাখ্যান করলো যে, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। অথচ তার ডান হাতে কোন অসুবিধা ছিলো না। তার ঐ বেপরোয়া উত্তরের জবাবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ডান হাত দিয়ে খেতে পারবে না। অতঃপর তার ডান হাত এমন অকেজো হয়ে গেলো যে, তা আর মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারতো না।

✪ হায়হাকী, হাকিম এবং ইবনে ইসহাক বলেন, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু লাহাবের ছেলে উতবার জন্য বদ দোয়া করে বললেন, ইয়া আল্লাহ! কুকুর জাতীয় প্রাণী হতে কোন একটি কুকুরকে তার পেছনে লেলিয়ে দাও। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বদ দোয়ার পর উতবাকে একটি বাঘ আক্রমণ করে শেষ করে ফেলেছিলো।

✪ বায়হাকী বর্ণনা করেন, হাকাম বিন আবিল আস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে বসা ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা বলতেন, তখন সে নাক মুখ ভেংচাতো এবং মুনাফিকদের দিকে চোখের ইশারা করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার উপর হাসি তামাশা করতো। নবীজি তার এই অশালীন আচরণ দেখে বললেন, তুমি এরুপই হয়ে যাবে। অতঃপর সে মৃত্যু পর্যন্ত অনবরত অনুরুপভাবে মুখ ভেংচাতে ছিলো।

➤ রোগীদের আরোগ্য করা...

✪ যায়েদ বিন আবী ওবায়দা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালামা বিন আকওয়ার পায়ের যখমের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার পায়ে কি হয়েছিল? জবাবে সে বললো, খায়বরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের আঘাতে আমার পায়ে জখম হয়। জখমের ভয়াবহতার কারণে মানুষের মধ্যে রটে গেল যে, আমি শাহাদাত বরণ করেছি। কারণ ঐ আঘাতের পর বেঁচে থাকা স্বাভাবিক ছিলো না।

সালামা বিন আকওয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ঐ জখম নিয়ে হাজির হলে তিনি ক্ষতস্থানে তিনবার দম করলেন। ফলে তার জখম সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলো।

✪ হযরত কাতাদা ইবনে নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখে উহুদের যুদ্ধের দিন আঘাত লেগেছিলো। চোখের মণি বের হয়ে গাল পর্যন্ত নেমে এসেছিলো। তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার স্ত্রীকে আমি খুব ভালোবাসি। আমার চোখের এরুপ যখম নিয়ে তার নিকট যেতে আমি অস্বস্থিবোধ করছি। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার চোখের মণিটি হাত দিয়ে ধরে কোটরে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ চোখটি ভালো করে দাও। তাঁর চোখটি অপর চোখের চেয়ে অধিকতর সুন্দর ও উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছিলো। কখনো অপর চোখে যন্ত্রণা হলেও এই চোখটি সবসময় সুস্থ থাকতো।

➤ কুরআন তিলাওয়াতের মাধুর্য...

উতবা ইবনে রাবিআ কোরাইশদের একজন মালদার সম্ভ্রান্ত নেতা। জাদুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তার বেশ সুখ্যাতি ছিল। সহীহ মুসলিম এ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার উতবা ইবনে রাবিআ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হলো পবিত্র কুরআন বোঝার নাম করে। সেই সাথে যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সন্ধির কোনো পথ খুলে যায় এই আশায়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমস্ত কথা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনলেন এবং পবিত্র কুরআন এর কয়েকটি আয়াত তার সামনে তিলাওয়াত করলেন। যখন নবীজি সাঃ আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করা শুরু করলেন তখন উতবা ইবনে রাবিআ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলল, " বাস! ক্ষান্ত কর। " সে আর সহ্য করতে না পেরে নবীজি সাঃ এর ওষ্ঠদ্বয়ের উপর আলতোভাবে হাত রাখলো। তাঁকে থামতে ইশারা করল। সে আর কথা না বলে উঠে চলে গেল।

উতবার ওপর এই আয়াতগুলোর প্রভাব এত বেশি ছিল যে, সে বাড়িতে আসার পর কয়েক দিন নিজের ঘর থেকে বের হয়নি। কিছুদিন পর আবু জাহেল তার সাথে সাক্ষাৎ করে এই অবস্থা দেখে তিরস্কার করল। তখন সে বলল, আমার কথার প্রতি উত্তরে মুহাম্মদ যে কালাম শুনিয়েছে, যাদুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা কিংবা কবিতার সাথে বা তৈরি করা সাহিত্যের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সেই কালামে আল্লাহর আযাবের ধমক ছিল। আখিরাতের কঠিন শাস্তির

ব্যাপারে সতর্কতা ছিল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছি। তোমাদের ওপর আবার কোনো আযাব এসেই না পরে। আমি তাকে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে চুপ করিয়েছি। আবু জাহেল হৈ চৈ জুড়ে দিয়ে বলতে লাগলো, মুহাম্মদ তার কথার দ্বারা উতবার উপর যাদু করেছে।

➤ ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার হালত...

ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা কুরাইশদের একজন সম্পদশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে যে কয়েকজনের নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়, তাদের মধ্যে অগ্রভাবে যাদের অংশগ্রহণ অবধারিত ছিল, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা ছিল তেমনি একজন। একবার সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে পবিত্র কুরআন এর কিছু আয়াত পড়ে শোনার ইচ্ছা পোষণ করল। নবীজি সাঃ কয়েকটা আয়াত তিলাওয়াত করলেন। শুনে সে আত্নহারা হয়ে বলে উঠলো, “ খোদার কসম! এই কালামের ভেতর এক অন্য ধরনের সজীবতা এবং মিষ্টতা অনুভূত হচ্ছে। এর শেকড় যেমন তড়তাজা, তেমনই এর শাখাসমূহে ফলে ন্যুব্জ হয়ে আছে। নিঃসন্দেহে এটা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না।

➤ অলৌকিক সুবাস...

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বদন মোবারক যেমন ছিল অতুলনীয় অনুপম তাঁর দেহ থেকে নির্গত সুরভী সুবাসও ছিল অপূর্ব। সাহাবী হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, “ একবারের একটি ঘটনা! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছেন, সঙ্গে জুটে গেলাম আমিও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন মুয়াজ কাছে এসো। আমি কাছে এলাম। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর শরীর মোবারক থেকে নিঃসৃত সুরভী আমাকে আমোদিত করে তুলল। আমার জীবনে কোন মেশক বা আম্বরেও এত সুন্দর সুঘ্রান খুঁজে পাইনি।

সাহাবী হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেছেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইরে বের হতেন তখন তার শরীর থেকে নিঃসৃত সুগন্ধিতে চারপাশ মৌ মৌ হয়ে উঠতো। অনেক দূর থেকে লোকজন টের পেতো, এ পথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছেন।

সাহাবী হযরত আবু হুরায়ারা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বর্ণনা করেছেন, " এক গরীব বেচারা। তার মেয়ের বিয়ে। তাই এসেছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে। এসেছে সামান্য আবদার নিয়ে। মহান ঐশ্বর্য ভরা এই শামিয়ানার নিচে সকলেই আসে তাই সেও এসেছে। এসে আরজ করলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাঃ! আমার মেয়ের বিয়ে। আমাকে কিছু সাহায্য করুন! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, " এখন তো দেবার মত কিছুই নেই। তবে একটি শিশি নিয়ে এসো। সাথে কাঠের শলাও এনো। লোকটি বিনয়ের সাথে শিশি নিয়ে হাজির হলো দরবারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশিটি নিয়ে স্বীয় শরীরের বাহু থেকে নির্গত ঘাম বিন্দু গুলো ভরতে লাগলেন শিশিতে। সুবাসিত ঘামের স্বচ্ছ বিন্দু দিয়ে ভরে উঠল শিশিটি। শিশিটি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এটা তোমার মেয়েকে দিও। আরো বললেন, এটা যেন খুশবুর পরিবর্তে ব্যবহার করে।

নবীজির দেওয়া উপহার ! কি যে দামি ! সে আমাদের মত ভোতাঁ ঈমানদারের উপলব্ধির বিষয় নয়। ভাগ্যবতী সেই আরব নন্দিনী সযত্নে রেখে দিয়েছিল সেই খুশবুপাত্র। মাঝেমধ্যে

ব্যবহার করত। গায়ে গতরে মাখতো। আর তখন পুরো মদিনা এক অভাবিত খুশবুতে আমোদিত হয়ে উঠতো। অবশেষে তার সেই ঘর নাম পেয়েছিল “বাইতুল-মুতীবিন” অর্থাৎ সুবাস প্রেমীদের ঠিকানা।

➤ আবু জাহেলের করুণ দশা...

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবূ জাহল (মক্কার কাফির কুরায়শদেরকে) বলল, তোমাদের সামনে মুহাম্মাদ কি তার চেহারা মাটিতে লাগায়? (অর্থাৎ সে সালাত আদায় করে?) বলা হলো, হ্যাঁ।

তখন আবূ জাহল বলল, লাত ও ‘উযযার শপথ! আমি যদি তাকে এরূপ করতে দেখি, তাহলে আমি (পা দিয়ে) তার ঘাড় মাড়িয়ে দেব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কাছে আসলো, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তখন আবূ জাহল নবী (সা.)- এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছিল, তৎক্ষণাৎ দেখা গেল, সে তড়িৎবেগে পিছনের দিকে হটছে এবং উভয় হাত দ্বারা নিজেকে আত্মরক্ষা করে চলছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি দেখছি আমার ও মুহাম্মাদ-এর মধ্যস্থলে আগুনের পরিখা ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং ডানাবিশিষ্ট দল। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যদি সে (আবূ জাহল) আমার কাছাকাছি হত, তাহলে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার এক এক অঙ্গ ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলত।

(সহীহ: মুসলিম ৩৮-(২৭৯৭), মুসনাদে আহমাদ ৮৮১৭, আবূ ইয়া'লা ৬২০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৭১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৬৮৩।)

➤ বকরির ওলান দুধে পূর্ণ...

হিযাম ইবনু হিশাম তাঁর পিতার মাধ্যমে, তিনি তাঁর দাদা উম্মু মা'বাদ-এর ভাই হুবায়শ ইবনু খালিদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কাহ্ হতে বহিস্কৃত হলেন, তখন তিনি মদীনার দিকে হিজরত করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) আবূ বাকর সিদ্দিক (রাঃ) এর আযাদকৃত দাস 'আমির ইবনু ফুহায়রাহ্ এবং পথপ্রদর্শক 'আবদুল্লাহ আল লায়সী। পথ অতিক্রমকালে তাঁরা উম্মু মা'বাদ (রাঃ) হতে গোশত এবং খেজুর ক্রয় করতে চাইলেন, কিন্তু তার কাছে এর কিছুই পাননি। মূলত সে সময় লোকেরা অনাহার ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁবুর এক পার্শ্বের একটি বকরি দেখতে পেলেন। তিনি প্রশ্ন কররেন, হে উম্মু মা'বাদ! এ বকরিটির কি হয়েছে? সে বলল, এটা এতই দুর্বল যে, দলের বকরিগুলোর সাথে যাওয়ার মতো ক্ষমতা নেই। তিনি (সা.) প্রশ্ন করলেন, এতে কি দুধ আছে? উম্মু মা'বাদ (রাঃ) বলল, সে নিজেই বিপদগ্রস্তা; অতএব দুধ দেবে কিভাবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি আমাকে এ অনুমতি দেবে যে, আমি তার দুধ দোহন করি? উম্মু মা'বাদ (রাঃ) আগ্রহের সাথে বলল, আমার পিতামাতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক! আপনি যদি তার স্তনে দুধ দেখতে পান, তাহলে তা দোহন করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বকরিটিকে কাছে আনলেন, তারপর বকরিটির স্তনে হাত বুলালেন এবং বিসমিল্লা-হ পড়ে উম্মু মা'বাদ-এর জন্য তার বকরির বিষয়ে (বরকতের) দুআ করলেন। তখন বকরিটি দোহনের জন্য নিজের রান দুটি প্রশস্ত করে রাসূল (সা.) -এর সামনে দাঁড়িয়ে জাবর কাটতে লাগল। এদিকে দুধ দোহনের জন্য নবী (সা.) - এত বড় একটি পাত্র চাইলেন, যা দ্বারা একদল লোক তুষ্টির সাথে পান করতে পারে। প্রবাহিত ঢলের মতো তিনি তাতে দুধ দোহন করলেন, এমনকি তার উপর ফেনাও জমে গেল। অতঃপর

তিনি উম্মু মা'বাদ-কে পান করতে দিলেন। সে তুষ্ট হয়ে পান করল। পরে তিনি (সা.) সাথিদেরকে পান করালেন, তারাও পরিতৃপ্তি লাভ করলেন এবং সকলের শেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে পান করলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই রাসূলুল্লাহ (সা.) - দ্বিতীয়বার দোহন করলেন, এমনকি সেই পাত্রটি এবারও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সেই দুধ উম্মু মা'বাদ-এর কাছে রেখে দিলেন। (যেন তার স্বামীও নবী (সা.) -এর মু'জিযাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে) এবং উম্মু মা'বাদ-এর তরফ হতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করে তাঁরা সামনের দিকে যাত্রা করলেন। (মিশকাত-হাদিস:৫৯৪৩)

➤ খায়বার বিজয় হওয়ার পর...

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয় হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে (ভাজা) বকরি হাদিয়্যাহস্বরূপ পেশ করা হলো তাতে বিষ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিলেন, এখানে যত ইয়াহুদী আছে, সকলকে আমার সামনে একত্রিত কর। তারা সকলে একত্রিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে এক ব্যাপারে প্রশ্ন করব, তোমরা কি আমাকে এ ব্যাপারে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবূল কাসিম! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তোমাদের পিতা কে? তারা বলল, অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ; বরং তোমাদের পিতা তো অমুক। তখন তারা বলল, আপনি সত্যই বলেছেন এবং সঠিক বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে আরো একটি বিষয়ে যদি প্রশ্ন করি, সে বিষয়েও তোমরা কি আমাকে সত্য উত্তর দিবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে

আবূল কাসিম! কেননা যদি আমরা আপনাকে মিথ্যা কথা বলি, তাহলে আপনি তো জানতেই পারবেন যেমনটি জানতে পেরেছেন আমাদের পিতার বিষয়ে।

এবার রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, জাহান্নামী কারা? উত্তরে তারা বলল, আমরা স্বল্প সময়ের জন্য জাহান্নামে যাব। অতঃপর আপনারা তাতে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, দূর হও! তোমরাই সেখানে থাকবে। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো জাহান্নামে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে আরো একটি কথা প্রশ্ন করি, তাহলে তোমরা কি আমাকে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবূল কাসিম! এবার রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বল দেখি! তোমরা কি এ বকরির গোশতে বিষ মিশিয়েছিলে? তারা (নির্দ্বিধায়) বলল, হ্যাঁ। নবী (সা.) প্রশ্ন করলেন, কিসে তোমাদেরকে এমন করতে উদ্বুদ্ধ করল? উত্তরে তারা বলল, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তাহলে আমরা আপনা হতে রেহাই পাব। আর আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে বিষ আপনার কোনই ক্ষতি করবে না।

(বুখারী ৩১৬৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৩৫৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৩৫২০।)

➤ আসমানী সুরক্ষা...

সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর ডানে ও বামে সাদা পোশাক পরিহিত দু’জন লোককে দেখলাম, তারা [রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর] রক্ষার জন্য প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছেন। ঐ দু’জনকে আমি পূর্বেও কোনদিন দেখিনি কিংবা পরেও, তারা দু’জন ছিলেন জিবরীল ও মীকাঈল আলায়হিস সালাম। (বুখারী ৪০৫৪, মুসলিম ৪৬-(২৩০৬), মুসনাদে আহমাদ ১৫৩০)

☞ রেফারেন্স সমূহ :-

> রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মুজিযা (মাওলানা আহলুল্লাহ ওয়াসেল)

> রাসুল সাঃ এর ৫০০’শ মুজিযা (ড. মুস্তফা মুরাদ)

> রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ৩’শ মুজিযা (মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভী (রহ.))

> নবীজি সাঃ এর ১০০ মুজিজা (জুবায়ের ইবনে সাঈদ)

> বাংলা হাদিস